কলেরা, প্লেগ ও মহামারীর ব্যবস্থা

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট
দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

রচনায় :—
(মাওলানা) আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল্‌কাদেরী
রেজভীয়া দরবার, সতরশ্রী।

২১শে আশ্বিন ১৩৯৫ সন।

বিছমিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা রাছুলিহিল কারীম।

১। হজরত ইমাম শাকেঈ রাহঃ) বলেন যে, কলেরা রোগের সব চাইতে উত্তম ব্যবস্থা তাস্‌বিহ্-তাহলিল এবং দরুদ শরীফ। তবে শর্ত এই যে, জাহেরী-বাতেনী শর্তের সহিত অর্থাৎ, খাঁটী তওবার সহিত ভিতর-বাহির পরিষ্কার করিয়া নিতে হইবে।

২। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কলেরার সময় ছুরায়ে দোখান শরীফ উচ্চ আওয়াজে ভোর বেলায় পাঠ করিলে যে পর্যন্ত ইহার আওয়াজ পৌঁছিবে ঐ পর্যান্ত নিরাপদে থাকিবে।

৩। কলেরা রোগের ইহাও একটি ব্যবস্থা যে, কোন বড় নাকারা বা ঢাকের উপর ছুরায়ে জুমুয়া গোলাকার নক্‌শার ন্যায় লিখিয়া এবং মাঝখানে '১৫'-এর নক্‌শা বানাইয়া আবার একটি ছাগল বা খাশী সঙ্গে নিয়া ঐ ঢাক বাজাইতে বাজাইতে সমস্ত শহর গাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু ঢাকের মধ্যে ঐ নক্‌শার উপড়ে বাড়ি পড়িতে হইবে। অক্ষরের উপরে যেন না পড়ে। আবার শহরের নিকটে পৌঁছিয়া ঐ খাশী জবাহ্ করিয়া ইহার গোস্ত খয়রাত করিবে অথবা মাটীর নীচে দাফন করিয়া দিবে। ইন্‌শা আল্লাহতায়ালা কলেরা হইতে মুক্তি পাইবে।

৪। এবং ইহাও অন্যতম ব্যবস্থা যে, কলেরার সময় উচ্চস্বরে আযান দেওয়া। উচ্চস্বরে আযান দেওয়ার মধ্যে উপকারিতা রহিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত আছে। এই জন্যে, যে, কলেরা ইত্যাদি

মহামারির সময়ে জিন্নাতের আছর প্রবলতর হয়। এবং জিন্নাতের প্রবলতার সময় আযান দেওয়া সুন্নত (শামী-বাবুল আযান)।

উল্লিখিত চারিটি তদবীরের মধ্য হইতে যে কোন একটি তদবীর শহরে অথবা গ্রামে আমল করিলে আল্লাহ্‌র ফজলে উক্ত কলেরা ইত্যাদি মহামারী হইতে নিরাপদে থাকিয়া শান্তি ও মুক্তিলাভ করিবে।

১নং উপকারিতা :— কোরআনে কারীমের ৫৯নং আয়াতের উপকারিতার বয়ানে রহিয়াছে যে, নবীগণের বিরোধীতায় দুনিয়ার বুকে আজাব নামিয়া আসে। নবীগণের সহিত কোন বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা কুফুরী। নবীগণের কোন কথা ও কর্মকে মন্দ জানা কুফুরী, এবং নবীগণ বে-গোনাহ্‌-মাছুম. নিষ্পাপ-নিষ্কলংক দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অন্তরে এই ধারণা না রাখা কুফুরী। এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা দুনিয়ার বুকে আজাব নাযিল হইবার কারণ এবং পরকালে ও মুক্তিলাভের কোন ব্যবস্থা নাই।

২নং উপকারিতা :—মোমিনের জন্যে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ, অভাব অনটন, বালা-মছিবত ইত্যাদি গোনাহের কাফ্‌ফারা। যার ফলে, মোমিনগণ পরকালের আজাব হইতে রক্ষা পাইবে; কিন্তু উহা কাফেরদের জন্যে নহে। যেমন- দুনিয়ার নিয়ামত-সমূহ কাফেরদের জন্যে জাহেরী নেক-আমল বা পুণ্যকর্মের বদলা স্বরূপ; উহা মোমিনের জন্যে নহে। পক্ষান্তরে, দুনিয়ার আজাব কাফেরের জন্যে আমানতের মতন। মোমিনের জন্যে দুনিয়ার নিয়ামত 'ভাতার' ন্যায়; যাহা বেতন ব্যতীত অতিরিক্ত পাওয়া যায়।

৩নং উপকারিতা :—কলেরা, প্লেগ, মহামারী ইত্যাদি ব্যাধি বনি ইছরাঈলের যমানা হইতে শুরু হইয়াছে। এইসব ব্যাধি তাহাদের জন্যে আজাব স্বরূপ ছিল। এবং মোছলমানদের জন্যে ছিল রহমত। হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে—যখন কলেরা, প্লেগ ও মহামারী ইত্যাদি তোমাদের শহরে দেখা দেয়, তখন তোমরা তোমাদের এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিও না। অন্য শহরে-বন্দরে যদি দেখা দেয় তবে ঐ জায়গায় তোমরা যাইও না। হাদিছ শরীফে আসিয়াছে—যাহারা মহামারীর জায়গায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অবস্থান করিবে যদি সে মহামারী হইতে রক্ষা পাইয়া ও থাকে তবু সে শাহাদাতের ছওয়াব লাভ করিবে (তফছীরে খাজায়েনুল এরফান)। কিন্তু শাহাদাতে হুকমী হইবে, হাকীকী নহে এবং ফেকহী। কাজেই, এই ধরনের শহীদকে গোছল দিতে হইবে ; কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের হাশর হাকীকী শহীদগণের সঙ্গেই হইবে।

৪নং উপকারিতা :—কতিপয় লোক এমন রহিয়াছে যাহারা শহীদের দরজা পাইয়া থাকে।

১। অনিচ্ছাকৃতভাবে পানিতে ডুবিয়া যাহারা মৃত্যুবরণ করে তাহারা শহীদ।

২। যাহারা অগ্নিতে পুড়িয়া মারা যায় তাহারা শহীদ।

৩। ছফরের হালাতে যাহারা মারা যায় তাহারা শহীদ।

৪। যাহারা গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা ও পাথর ইত্যাদিতে চাপা পড়িয়া মারা যায় তাহারা শহীদ।

৫। যাহারা পেটের পীড়ায় মারা যায় তাহারা শহীদ।

৬। যাহারা প্লেগ ও মহামারীতে মারা যায় তাহারা শহীদ।

৭। যে সমস্ত মেয়েলোক নেফাছের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহারা শহীদ।

৮। যাহারা শুক্রবার রাত্রিতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রিতে মরিয়া যায় তাহারা শহীদ।

৯। যাহারা জাতুজতানাজর্, ঐ বিমার যার দ্বারা ফুসফুসের মধ্যে পানি পড়িয়া মারা যায় তাহারা শহীদ।

১০। যাহারা দ্বীনি এল্‌েম শিক্ষা অবস্থায় মরিয়া যায় তাহারা শহীদ।

১১। যাহারা ছিল্ রোগে মারা যায়, ছিল-রোগ একটা বিমারের নাম ; যাহার দ্বারা ফুসফুসে জখম হইয়া যায় এবং মুখ দিয়া রক্ত আসিতে থাকে।

১২। যাহারা মৃগীরোগে মারা যায় তাহারা শহীদ।

১৩। যাহারা জ্বরের বিমারে মারা যায় তাহারা শহীদ।

১৪। যাহারা কাহারও এশ্‌কে আশেক হইয়া মারা যায় তবে শর্ত এই যে, পাক-পবিত্র এশ্‌কে এবং এশ্‌কে বাতেন হইতে হইবে।

১৫। যাহাকে হিংস্র জানোয়ারে খাইয়া ফেলে সেও শহীদ।

১৬। যাহাকে বিষাক্ত সর্পে দংশন করে এবং এই অবস্থায় মরিয়া যায় সেও শহীদ

১৭। যাহারা ফিছাবিলিল্লাহ আজান দেয় তাহারা শহীদ

১৮ সত্য ব্যবসায়ী শহীদ।

১৯। হালাল রুজী দ্বারা যাহারা সন্তানাদি লালন-পালন করে।

২০। সমুদ্রের মূছাফীর যাহারা সমুদ্রের ছফরে মারা যায় তাহারা শহীদ।

২১। যে ব্যক্তি দৈনিক ২৫ বার এই দোয়া পাঠ করে—আল্লাহুম্মা বারিকলি ফিল মাওতে ওয়া ফিমা বা'দাল মাউতে।

২২। যে ব্যক্তি চাশ্‌তের নামাজ এবং প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ই তারিখ রোজা রাখে সে শহীদ।

২৩। যে ব্যক্তির তাহাজ্জুদ নামাজের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে সে ব্যক্তি শহীদ।

২৪। যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং শাহাদাতের আকাংখা করিবে।

২৫। ঐ ব্যবসায়ী যে দরকারের সময় বাহির হইতে মুসলমানের জন্যে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করে।

২৬। যে ব্যক্তি সুন্নতের উপর পূর্ণ পাবন্দ থাকিবে।

২৭। যে ব্যক্তি বিমারী অবস্থায় ৪০ বার আয়াতে কারীমা (কোরআনের যে কোন আয়াত) পাঠ করে, সে ব্যক্তি শহীদ।

২৮। যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে ছুরায়ে ইয়াছীন পড়িবার অভ্যাস রাখে—

২৯। যে ব্যক্তি দৈনিক সকালে ও বিকালে আউজুবিল্লাহ্‌ ও বিছমিল্লাহ্‌ শরীফ পাঠ করতঃ ছুরায়ে-হাশরের শেষ আয়াত (লাইয়াস্তাবী হইতে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করিবে।

(শামী-বাবুশ শহীদ)

এই সমস্ত লোক হুকমী শহীদ, কিয়ামতের দিন হাকীকী শহীদগণের সঙ্গে তাহাদের হাশর হইবে। বিনা হিসাবে বেহেশ্‌ত লাভ করিবে। আমার মুরীদ মুতাকেদীনের প্রতি সমস্ত ঈমানদার মুসলমান ভাই বোনদের প্রতি আবেদন এই যে, উল্লিখিত বিষয়সমূহ হইতে আমল করুন। এবং ঈমান ও আমল দুরুস্ত রাখুন।

মাছআলা ঃ—যাহারা কলেরা, প্লেগ, মহামারীতে মারা যায় তাদের কবরে হিসাব হইবে না।

মাছআলা ঃ—মদীনা শরীফ কলেরা, প্লেগ মহামারী এবং ওবাই বিমার হইতে নিরাপদ রহিয়াছে।

মাছআলা ঃ—কলেরা প্লেগ ও মহামারীর স্থান হইতে ভাগিয়া যাওয়া হারাম। হ্যাঁ, যদি কোন বিশেষ দরকার বশতঃ যায় তবে জায়েজ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমার লিখিত তফছীরে রেজভীয়া সুন্নীয়া কাদেরীয়া সংগ্রহ করুন। কোরআন যে কত মহা মূল্যবান রত্ন তাহা বুঝুন। ঈমান-আমল দুরুস্ত করিয়া দোজাহানের শান্তি ও মুক্তিলাভ করুন। ইতি—

(মাওঃ) আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আলকাদেরী
সাং—সতরশ্রী, ডাক—রেজভীয়া এতিমখানা
জিলা—নেত্রকোণা।